দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 21 NOV 1998
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তাপ ছড়ায় ঝিনাইদহ ও কুষ্টিয়া শহরে

ঝিনাইদহ সংবাদদাতা। পাশাপাশি দুইটি জেলা ঝিনাইদহ কুষ্টিয়া। জেলা দুইটির গোপন ও প্রকাশ্য উভয় রাজনীতিই এখন উত্তপ্ত। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কারণে এখানকার রাজনৈতিক অঙ্গন হরহামেশা উত্তপ্ত হইয়া উঠে। বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক কর্মকান্ডের যে কোন প্রভাব জেলা শহর দুইটিতে গিয়া পড়ে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে যে দল যখন ক্ষমতায় থাকে– সেই দলের ছাত্র সংগঠনের সাথে শিবিরের সংঘাত বাধে। বিএনপি সামলে ছাত্রদলের সাথে আর এখন ছাত্রলীগের সাথে শিবিরের সংঘাত বাধিতেছে। শিবিরের ধারণা বদ্ধমূল যে, ছাত্রদের মাঝে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন তাঁহাদের পক্ষে। আর শিবির বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল স্তরে তাহাদের প্রভাব বজায় রাখিতে চায়। অপরদিকে ছাত্রলীগও ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন হিসাবে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট। ইহার পরেও আছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক রাজনীতি। ইহার পরোক্ষ প্রভাবও ছাত্র রাজনীতির উপর পড়ে। '৯২ সালের ২৫শে নভেম্বর হইতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শান্তিভাঙ্গা-দুলালপুরে নিজস্ব ক্যাম্পাসে শুরু হয়। গত ছয় বছরে এই ক্যাম্পাসে ছাত্র-সংঘর্ষে ৫ জন ছাত্র ও একজন অভিভাবকসহ ৬ জন খুন হয়। আর আহত হয় কয়েক শত ছাত্র। এমনকি সংঘর্ষকালে শিক্ষক আহতের ঘটনাও ঘটে। ছাত্র সংঘর্ষের পর শিবির ঝিনাইদহ শহরে অবস্থান গ্রহণ করে। আর ছাত্রলীগ কুষ্টিয়া শহর ও বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন শেখপাড়া বাজার এবং আশে-পাশের এলাকায় অবস্থান নেয়। শুরু হয় দুইটি জেলাশহরে হরতাল মিছিল ও ঘেরাও এর রাজনীতি-ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে জেলা ও পুলিশ প্রশাসন। এই বিশ্ববিদ্যালয় শান্তিভাঙ্গা দুলালপুরে ফিরিয়া আসিবার পর জেলা দুইটির প্রশাসনকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ ফেলিয়া নজর রাখিতে হয় ক্যাম্পাসের দিকে। টেনশনে থাকিতে হয় যে, কখন সংঘর্ষ বাধিয়া যায়। আর কখন কোন মায়ের বুক খালি হওয়ার খবর আসে।

জেলা দুইটিতে গোপন চরমপন্থী দলগুলির হানাহানিতে প্রশাসন তটস্থ। তাহার উপর বাড়তি সমস্যার সৃষ্টি করে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অহরহ সংঘর্ষ।

এই জেলা দুইটির মানুষ বহু সংগ্রাম-আন্দোলনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় মূল ক্যাম্পাসে ফিরাইয়া আনে। কিন্তু শান্ত পরিবেশের গ্রাম যখন বারুদের গন্ধে উত্তপ্ত হইয়া উঠে তখন এলাকাবাসী বিরক্তবোধ করে। একে তো এই অঞ্চলের মানুষ গোপন চরমপন্থী দলগুলির জ্বালাতনে অতিষ্ঠ। তাহাদের রাজনীতির নামে মানুষ খুন ও চাঁদাবাজিতে এলাকাবাসীরা অসহায়। তারপর আরেক বিষফোঁড়া হইয়া দাঁড়াইয়াছে বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্তপাতের ঘটনাবলি। সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলিয়া জানা যায়, তাহারা এই হানাহানিকে ঘৃণা করে। কিন্তু তাহাদের করিবার কিছুই নাই।